দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 24 2002

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গে

গত ১৩ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত একটি চিঠিতে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি যেন না করা হয় সে সম্পর্কে আবেদন জানানো হয়েছে। গত সরকারের আমলে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করার পর থেকেই ঠাকুরগাঁয়ের কিছু লোক সেটাকে ঠাকুরগাঁয়ে স্থানান্তরের জন্য বিভিন্ন অযৌক্তিক ও উদ্ভট যুক্তি দিয়ে আসছেন এবং হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের কথা বলছেন। বিগত সরকার পুরোনো জেলা শহরে প্রথম পর্যায়ে ছ'টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের একটি হাজী দানেশ কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেন। প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ভাইস চ্যান্সেলর পদমর্যাদায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে নিয়োগ দেয়া হয়, যিনি বর্তমানে কাজ করে যাচ্ছেন।

উত্তরাঞ্চলের এই অবহেলিত জনপদে শুধু কৃষিশিক্ষায় বিশেষায়িত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে, আজকের এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমরা তা মনে করি না। যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান ও গবেষণা সম্ভব, সেখানে শুধু কৃষিশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণের ও গবেষণার সুযোগকে সংকুচিত করে ফেলা নয় কি? বর্তমান বিশ্বে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। এশিয়ার নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণ নামেই পরিচিত, যেখানে কৃষি, চিকিৎসা, কারিগরি, সমাজবিজ্ঞান, মানবিক এসব বিভাগের সকল বিষয়েই পাঠদান ও গবেষণা করা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার বিভিন্ন বিষয় খুলেছে এবং পাঠদান শুরু করেছে ও করছে। তাই শুধু কৃষির জন্য বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে কি? যেখানে একটি ক্যাম্পাসেই সকল বিষয়ের পাঠদান সম্ভব, সেখানে পাশাপাশি মাত্র ৫৫/৫৬ কিলোমিটারের মধ্যে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আমাদের মতো দরিদ্র দেশে অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। উল্লেখ্য, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অবকাঠামো রয়েছে।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আরো কৃষি কলেজ ছিল, যেটাকেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে এবং বর্তমান সরকারই কিছুদিন আগে প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন, নতুন ভিসি নিয়োগ দিয়েছেন। তাই ওই চিঠির লেখকদের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।